بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন -২৩

পরিবেশনায় النصر AN-NASR

জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৯ হিজরী

‘আমার (মুমিন) বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন এমন কথা-ই বলে, যা উত্তম।’

মানব স্বভাবের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাকারী প্রতিটি ব্যক্তিই বুঝতে পারে যে, বুঝের বৈপরীত্য এবং উপলব্ধিশক্তির পার্থক্যের কারণে মানুষের মাঝে মতভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক বিষয়। আমরা যদি ইসলামী শরীয়তের ইলমসমূহের যেকোন একটির ক্ষেত্রে ইখতিলাফের ইতিবাচক দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে দেখা যায় যে - এ ইখতিলাফই ইসলামী গ্রন্থাগারগুলোকে সমৃদ্ধশালী করেছে এবং এর দ্বারা ইলমের জগতের বিরাট উপকার করেছে।

এই উপকার তখনি পাওয়া গিয়েছে যখন ইখতিলাফ সহীহ উদ্দেশ্যে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা, তার বুঝ, উদ্দেশ্য ও ফলাফলের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যে ইখতিলাফ হয়েছে সেটাতেই উম্মাহ উপকৃত হয়েছে।

যেমন আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন:

“ইখতিলাফ যখন এমন পদ্ধতিতে হয়, যার ফলে বিভেদ ও দলাদলি হয় না এবং প্রত্যেক মতবিরোধকারীর উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, তাহলে এই ইখতিলাফ কোন ক্ষতি করে না। কারণ এটা এমন বিষয়, যা মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্টের মধ্যে থাকতেই হবে। কারণ যখন ভিত্তি এক হয়, কাঙ্খিত লক্ষ্যও এক হয় এবং চলার পথও একই হয়, তখন খুব কমই ইখতিলাফ সংঘটিত হয়। যদি হয়ও, তাহলে

তা এমন ইখতিলাফ হয়, যা কোন ক্ষতি করে না। যেমন সাহাবায়ে কেরামের ইখতিলাফগুলো”।

ইবনুল কাইয়িম রহ. আরো বলেন:

“মানুষের মাঝে ইখতিলাফ হওয়া অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। মানুষের উদ্দেশ্য, বুঝ ও উপলব্ধিশক্তির পার্থক্যের কারণে এটা হতেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে নিন্দনীয় হল, একজন আরেকজনের উপর সীমালঙ্ঘন ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা।”

বৈধ ইখতিলাফ এমন একটি বিষয়, যার মধ্যে কোন সমস্যা বা গুনাহ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়পক্ষ ইখতিলাফের সেই আদবগুলো রক্ষা করে, যেগুলোর প্রতি ইসলামী শরীয়ত অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামী শরীয়ত একে উত্তম আখলাক হিসাবে গণ্য করে। এই উত্তম আখলাককে সুদৃঢ় করা, মজবুত করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের উপর বাস্তবায়ন করার জন্যই ইসলাম এসেছে। উত্তম আখলাক সেই উপকার ও কল্যাণগুলো আনয়ন করে, যা আদর্শে ও চরিত্রে অনন্য বৈশিষ্টমণ্ডিত একটি ইসলামী সমাজে বিদ্যমান থাকার কথা।

পক্ষান্তরে নিন্দনীয় ইখতিলাফ হল, যাতে কোন পক্ষ বা উভয় পক্ষ বিরোধীপক্ষকে বিদআতি বা ফাসিক বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হয় এবং সামনে ও পিছনে নিন্দা করে। এ ধরণের ইখতিলাফের কারণে ঝগড়া, শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং শক্তি শেষ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন:

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

“আর পরস্পর কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের হাওয়া (প্রভাব) বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য

ধারণ করবে। বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [সুরা আনফাল-৪৬]

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমরা পরস্পরে ক্রোধ দেখিয়ো না, হিংসা করো না এবং দোষ অন্বেষণ করো না। বরং পরস্পর ভাই ভাই রূপে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক কথাবার্তা পরিত্যাগ করা হালাল নয়।"

যেহেতু ইখতিলাফ একটি বাস্তব বিষয়; এটা হবেই। তাই আমরা অন্তত এতটুকু করতে পারি যে, এটাকে ইনসাফ ও তাকওয়ার ছায়াতলে আশ্রয় দিতে পারি। আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরীদের অবস্থার ব্যাপারে গভীর চিন্তাকারীগণ দেখতে পাবেন যে, এ সকল নিদর্শনগুলো অত্যন্ত উজ্জলভাবে তাদের ইখতিলাফী মাসআলাগুলোকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে রেখেছে। তাই এটা ছিল তাদের দ্বীন ও আদর্শ।

কিন্তু যখন এই ইখতিলাফের মধ্যে এমনসব লোকেরা অনুপ্রবেশ করবে, যারা ওই সকল ওলামাগণের পদমর্যাদা সম্পর্কে জানে না, যারা এই দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, তখনই আমরা দেখতে পাব যে, বিবাদ ও ঝগড়ার ছিদ্র প্রশস্ত হচ্ছে। কিন্তু যদি বিষয়টা ওই সকল লোকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত, যারা এ সকল উলামাগণের মর্যাদা সম্পর্কে জানে, তাহলে বিবাদ খতম হয়ে যেত। যেমন উলামায়ে কেরামগণ বলেন: **যে জানে না সে যদি চুপ থাকত, তাহলে সকল ইখতিলাফ শেষ হয়ে যেত।**

আমাদের মহান উলামাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। ঐ সকল তারকা, যারা এ উম্মতের জন্য পথ আলোকিত করেছেন। উম্মাহকে কোমর ধরে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে বাচিয়েছেন। তাই তারাই হলেন আমাদের আদর্শ, আমাদের নেতা। যদিও কিছু মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমরা তাদের থেকে ভিন্নমতও পোষণ করতে পারি, তথাপি এই মতভিন্নতা তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা শেষ করবে না।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

"সাহাবায়ে কেরাম অনেক মাসআলায় সকলে একমত পোষণ করেছেন আর অনেক মাসআলায় মতবিরোধ করেছেন। এমনকি ইলমী ও আকিদাগত মাসআলায়ও। যেমন: মৃতগণ জীবিতদের আওয়াজ শুনতে পায় কি না, মৃতের পরিবার মৃতের জন্য কান্না করার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে কি না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখেছেন কি না ইত্যাদি। কিন্তু এতদ্বসত্তেও তাদের মাঝে জামাতবদ্ধতা ও ভালবাসা বহাল ছিল। অথচ এ সকল মাসআলাগুলোর মধ্যে যেকোন একটি মত অকাট্যভাবে ভুল"।

পরিশেষে আমি আহবান করব, যেন সকল মাসআলাসমূহ দলিল ও মূলনীতির সাথে উপস্থাপন করা হয় এবং ইখতিলাফের আদব রক্ষা করা হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি যে, শায়খগণ মাসাআলাসমূহের উসূল জানেন এবং তাদের থেকে যে সকল হুকুম বা মতামত প্রকাশ হয়, তা ইলমী কায়িদা ও ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল, যদিও তা গ্রহণযোগ্য না হয়, তবুও ইজতিহাদী বিষয়সমূহে ইখতিলাফ একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়।

আমরা আমাদের নেতা সত্যনিষ্ঠ উলামায়ে কেরামকে আহবান করব - তারা যেন সাধারণভাবে মুসলমানদের এবং বিশেষ করে জিহাদ ও দাওয়াতের মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্যের জন্য প্রচেষ্টাকারীদের যে সকল বিষয় নতুন সৃষ্টি হয়েছে, সে সকল বিষয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও পরিষদ গঠন করেন।

কারণ আমাদের বিভিন্ন কাজ করা ও বিভিন্ন জটিলতা নিরসনের জন্য 'আহলুল হল ওয়াল আকদ', তথা সত্যনিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ আলেমদের এবং মিষ্টতা ও তিক্ততার অভিজ্ঞতা অর্জনকারী মুজাহিদগণের দলবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন। কারণ আমাদের এখন এমন দিকনির্দেশনা ও পথপ্রদর্শন প্রয়োজন যার মাধ্যমে গোটা ইসলামী বিশ্বে ঢেউয়ের ন্যায় আছড়ে পড়া ফেতনা মোকাবেলার জন্য আলো গ্রহণ করা যাবে।

উলামাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার প্রতি আমরা আহবান করছি। বিশেষ করে সত্যনিষ্ঠ কীর্তিমান উলামাদের, যারা নিজেদের রক্তদান ও কারাবরণের মাধ্যমে নিজেদের অবদান লিখে গেছেন। তারা যদি দুনিয়া চাইতেন, তবে দুনিয়া লাভ করতে পারতেন, কিন্তু তারা আল্লাহর নিকট যা আছে তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাই উলামাদেরকে আক্রমণ করা এবং তাদের সম্মান নষ্ট করা হল, তালিবুল ইলম ও জনসাধারণের জন্য বিপদের লক্ষণ। তাই আমরা যেন শয়তানের চক্রান্তের সুযোগ ও দরজাগুলো

বন্ধ করে দেই। শয়তানের টার্গেটই হল, আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতা নষ্ট করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا

"আমার (মুমিন) বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন এমন কথাই বলে, যা উত্তম। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" [সুরা বনী ইসরাইল-৫৩]

-=